দৈনিক বাংলা

তারিখ ...05 OCT 1995 ... ...
পৃষ্ঠা .. ৯ কলাম .. ৮.....

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছে

আবুল কালাম আজাদ

কুষ্টিয়া–ঝিনাইদহ জেলার প্রায় মাঝামাঝি মহাসড়কের ধারে শান্তি-ডাঙ্গা–দুলালপুর গ্রামের মিলনস্থলে ঝাউ, শিশুসহ বিভিন্ন বৃক্ষশোভিত ১৭৫ একর ভূখন্ড জুড়ে প্রাচীর বেষ্টিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বিচিত্র পল্লী পটভূমিকায় ছায়া সুনিবিড় সবুজ প্রান্তরের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এক-গুচ্ছ দৃষ্টিকাড়া নতুন ভবন নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে চলেছে।

১৯৭৯ সালের ২২ নবেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। আধুনিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয়ে একটি Electic শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৮৬ সালে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৮৫–৮৬ শিক্ষাবর্ষে দু'টি অনুষদের অধীনে চারটি বিভাগে ৩০০ জন ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৭–৮৮ শিক্ষাবর্ষে আরও দুটি বিভাগ খোলা হয়। ১৯৮৯ সালের ২ জানুয়ারী এক সরকারী আদেশবলে গাজীপুর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় পুনরায় স্থানান্তরিত হয়। মূল ক্যাম্পাসে কোন ভবন নির্মাণ না হওয়ায় কুষ্টিয়া শহরে অস্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলতে থাকে। অস্থায়ী ক্যাম্পাসে ১৯৯০–৯১ শিক্ষাবর্ষে একযোগে পাঁচটি বিভাগ এবং ১৯৯১–৯২ শিক্ষাবর্ষে আরও একটি বিভাগ খোলা হয়। এরপর ১৯৯২ সালের ১লা নবেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরের মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি অনুষদের অধীনে ১২টি বিভাগ চালু আছে। অধ্যয়নরত ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ৩৭৫০ জন। এছাড়া ১০৮ জন শিক্ষক, ৪৪ জন কর্মকর্তা, ১০৫ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ও ১৩৫ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বর্তমানে কর্মরত রয়েছে।

গাজীপুর হতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মূল ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরে ফিরে আসার পর প্রথম পর্যায়ে (১৯৮৯ এর জুলাই হতে ১৯৯৫ এর জুন পর্যন্ত) অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

প্রথম পর্যায়ে নির্মিত হয়েছে একটি চারতলা একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, সাদ্দাম হোসেন হল, শহীদ জিয়াউর রহমান হলের একাংশ, খালেদা জিয়া হল, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় মসজিদের আংশিক, মেডিক্যাল কমপ্লেক্স, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরী, অতিথি ভবন, ক্লাব, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ক্যাম্পাসের সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি।

১৯৯৫–৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একটি অনুষদ খোলা হচ্ছে। ফলিতবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ। এই অনুষদের আওতায় ইলেকট্রনিক্স ও ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত গণিত ও কম্পিউটারবিজ্ঞান,

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

কুষ্টিয়া থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজী-পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৮৬ সালে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে দু'টি অনুষদের অধীনে চারটি বিভাগে ৩০০ জন ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে আরও দুটি বিভাগ খোলা হয়। ১৯৮৯ সালের ২ জানুয়ারী এক সরকারী আদেশবলে গাজীপুর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় পুনরায় স্থানান্তরিত হয়। মূল ক্যাম্পাসে কোন ভবন নির্মাণ না হওয়ায় কুষ্টিয়া শহরে অস্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলতে থাকে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে ১৯৯০-৯১ শিক্ষা-বর্ষে একযোগে পাঁচটি বিভাগ এবং ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে আরও একটি বিভাগ খোলা হয়। এরপর ১৯৯২ সালের ১লা নবেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরের মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছে

(৯-এর পৃঃ পর)

ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজী, ইনস্ট্রুমেন্টেশন ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগসমূহ চালু করা হবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ত্রিবার্ষিক (১৯৯৫–৯৮) আবর্তন পরিকল্পনায় অবকাঠামো নির্মাণে ৩৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (আইডিবি) ২৬ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা অনুদান রয়েছে। এই পরিকল্পনার মোট টাকা থেকে ২৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ করা হবে চারশ সীটের একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, ১২৫০ আসনবিশিষ্ট উন্নতমানের একটি সম্মেলন কক্ষ, জিমনেসিয়াম, একটি একাডেমিক ভবন, ২৫০ সীটবিশিষ্ট একটি ছাত্রী হল এবং রাস্তাঘাট। এছাড়া পয়ঃনিষ্কাশন, স্টর্ম ড্রেনেজ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, টেলিকম ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদিও এই প্রকল্পের অধীনে রয়েছে।

বাদবাকি ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হবে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদের অবশিষ্টাংশ, কেন্দ্রীয় মসজিদের এনেক্স ব্লক। এছাড়া বিজ্ঞান অনুষদের জন্য যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য বই পুস্তক ও জার্নাল ক্রয় করা হবে।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও সন্ত্রাসের কারণে বিভিন্ন সময় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে। যার ফলে, সেশনজট দেখা দেয়। তবে সেশনজট নিরসনকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'একাডেমিক ক্যালেন্ডার' প্রণয়নসহ বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ ইতিমধ্যে হাতে নিয়েছে।